সংবাদ

তারিখ 29 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড উদ্বিগ্ন ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অভিভাবক

সংবাদ ডেস্ক

গত বছর ১৭ এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে শুরু। এরপর একে একে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভার্জিনিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিয়াং হুই চো'র গুলিতে ৩২ জন নিহত হয়। এই নিহতের মধ্যে মিনাল পাঞ্চাল নামে এক ভারতীয় নাগরিক ছিল। যে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের ছাত্র ছিল। নিহত অন্য এক ভারতীয় ছিলেন জিভি লগানাথান। তিনি সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন। এরপর দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গত বছর ১৩ ডিসেম্বর লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে -এএফপি

এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী চন্দ্র শেখর রেড্ডি কোমা ও কিরণ কুমার আলমকে বাটন রগ ক্যাম্পাসে তাদের নিজ নিজ এপার্টমেন্টে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের (এলএসইউ) প্রেসিডেন্ট রাভি তেজ কাভালিপাতি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দুশ্চিন্তার বিষয় যে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি এমন স্থানে ঘটেছে যেটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং যেখানে আরও কয়েকটি পরিবার বাস করে। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পরামর্শ দেন যাতে তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য ভ্রমণের সময় দলবদ্ধ থাকার চেষ্টা করে। এদিকে এ ঘটনার একমাসের কিছু কম সময় পর ১৮ জানুয়ারি নর্থ ক্যারোলিনায় ডিউক ইউনিভার্সিটির ছাত্র ভারতীয় নাগরিক অভিজিত মাহাতোর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তার এপার্টমেন্ট থেকে। মাহাতোর বন্ধু জানায়, তারা এ ঘটনার পর বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং এর মাহাতোর হত্যার প্রতিবাদে এখনও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে এই মার্চ মাসের এক তারিখে পেনসিলভানিয়ায়। এখানের মেডিকেল কলেজের ছাত্র আকালদেলভি শ্রীনিভাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে তার মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সেখানের বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে [illegible] হত্যাকাণ্ডের পর শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারিতে নর্দার্ন ইলনয়েস ইউনিভার্সিটিতে বন্দুকধারীর গুলিতে ৬ শিক্ষার্থী নিহত হয়। এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে কাকতালীয় দুখঃজনক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় দূতাবাসের মুখপাত্র রাহুল চাবরা। -বিবিসি